# `‡hvM SwK nv‡m

## wmwU K‡cv‡ikb `‡hvM e¨e¯vcbv KwgwUi `vwqZ

১. কমিটি স্বাভাবিক সময়ে দুই মাসে একবার সভায় মিলিত হবে ।

২. স্বাভাবিক ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কমিটির সভায় এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে । দুর্যোগকালীন পরিস্থিতিতে এক চতুর্থাংশ সদস্যের উপস্থিতি থাকতে হবে ।

৩. প্রতি বছরের ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে হালনাগাদ কমিটির সদস্যদের তালিকা সভাপতি স্বাক্ষর করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের নিকট জমা দিতে হবে ।

৪. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে অবহিত করে নিয়মিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার, বিশেষ করে ভূমিকম্প বিষয়ক কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা এবং জরুরি সাড়াপ্রদান কার্যক্রমের জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা ।

৫. সিটি করপোরেশন পর্যায়ে আপদ, বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি নিরূপণ করা এবং ভূমিকম্পসহ প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ বিবেচনায় একটি আপদকালীন (অগ্নিকান্ড, বন্যা ইত্যাদি) পরিকল্পনা তৈরি করা ।

৬. বয়স, লিঙ্গ, শারীরিক সুস্থতা, সামাজিক মর্যাদা, পেশা ও অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী চিহ্নিত করা ।

৭. ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণে অত্যধিক ঝুঁকিপূর্ণ জনগণের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী বিপদাপন্নতা হ্রাস ও সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা ।

৮. জীবন রক্ষাকারী সেবাসমূহ দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সেবাসমূহের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করা এবং ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্থানীয় তহবিল গঠনের ব্যবস্থা করা ।

৯. কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে অবহিত করা ।

১০. স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের পদক্ষেপসমূহ সম্পর্কে অবহিত করা উক্ত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নে জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা নিশ্চিত করা ।

১১. দুর্যোগ সহনশীল স্থাপনা তৈরিতে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবক এবং জনগোষ্ঠীকে সক্ষম করে তোলা ।

১২. দুর্যোগকালে লোকজন যাতে উন্মুক্ত কোন স্থানে আশ্রয় নিতে পারে এমন সুনির্দিষ্ট নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র ঠিক করা এবং আশ্রয়কেন্দ্রের সেবা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত দায়িত্বসমূহ বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া ।

১৩. প্রাথমিক ত্রাণ, অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রাসঙ্গিক প্রস্তুতিমূলক পরিকল্পনা তৈরি করা এবং মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পুনর্বাসনের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।

১৪. সতর্কবার্তা/পূর্বাভাস প্রচার, উদ্ধার, অনুসন্ধান ও প্রাথমিক ত্রাণ কার্যক্রমের ওপর মহড়ার আয়োজন করা (প্রয়োজন হলে কমিটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কাছে সহযোগিতা চাইতে পারে) ।

১৫. সিটি কর্পোরেশনের অন্য উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সংক্রান্ত বিষয়ের অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করা ।

Drm: evsjv‡`k miKv‡ii `‡hvM welqK ¯vqx Av‡`kvejx

এই উপকরণটি ইউরোপিয়ান কমিশন হিউম্যানিট্যারিয়ান এইড এন্ড সিভিল প্রোটেকশন (ECHO) এর আর্থিক সহযোগিতায় প্রকাশিত হয়েছে । উপকরণটিতে প্রদত্ত বক্তব্য বা মতামত কোন ক্রমেই ইউরোপিয়ান কমিশন হিউম্যানিট্যারিয়ান এইড এন্ড সিভিল প্রোটেকশন (ECHO) এর অফিশিয়াল বক্তব্য বা মতামতের প্রতিফলন নয় ।